ভোরের কাগজ

তারিখ ... AUG 18 1999 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ কলাম ... ২......

০৭

খোলা চিঠি

শিক্ষামন্ত্রীর সমীপে

সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক/স্নাতক পর্যায়ের পরীক্ষাগুলোতে যেসব পরীক্ষার্থী কেবল একটি বিষয়ে অকৃতকার্য হবে তাদের ফলাফল এবং নম্বর সংরক্ষিত থাকবে। পরীক্ষার্থীরা কেবল অকৃতকার্য বিষয়ে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবে। এভাবে কোনো পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য বিষয়ের পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করলে পূর্ববর্তী বছরে উত্তীর্ণ বিষয়গুলোর নম্বরের সঙ্গে তা যোগ করে ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। বিলম্বে হলেও কর্তৃপক্ষ যে এতোদিন পর সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছেন এজন্য কর্তৃপক্ষকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর শিক্ষাব্যস্থার দিকে তাকালে দেখা যায়, সেখানে সেমিস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেওয়া হয়। তার ওপর আবার এক সেমিস্টার এক বা দুই বিষয়ে অকৃতকার্য হলে তৎপরবর্তী সেমিস্টারে অকৃতকার্য হওয়া বিষয়গুলোর ওপর শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা দেওয়ারও সুযোগ থাকে। আরো উল্লেখ্য যে, ঐ সকল দেশে আইন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল ইত্যাদি তথা ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর ওপর ভিত্তি করেই শিক্ষার্থীদের জন্য বিষয় নির্বাচন করা হয়ে থাকে। পাশাপাশি প্রতিটি বিষয়ে ব্যবহারিক অংশও থাকে। আর আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার দিকে তাকালে দেখা যায়, সারা বছর পরীক্ষার কোনো খবরই থাকে না; শুধু সেশন শেষে তড়িঘড়ি করে কিছুদিনের মধ্যেই চূড়ান্ত পরীক্ষা নিয়ে নেওয়া হয়। মনে হয় যেন প্রবন্ধ-গল্প-কবিতা-উপন্যাস-ইতিহাস ইত্যাদি নির্ভর কিছুসংখ্যক প্রশ্ন সারা বছরের জন্য মুখস্থ করে পুষে রাখা আর পরীক্ষা এলে হলে গিয়ে খাতায় লিখে দিয়ে আসাই শিক্ষার্থীদের কাজ! অপ্রিয় হলেও সত্য যে, এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা অনেকটাই ত্রুটিপূর্ণ। এরশাদ সরকারের পতনের পর খালেদা জিয়া ক্ষমতায় থাকাকালে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার ঘোষণা দিয়েছিলেন, 'অতিশীঘ্র' দেশের বর্তমান ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে একে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে যুগোপযোগী করে তোলা হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, খালেদা জিয়া সরকারের সোয়া ৫ বছর সময়ে সেই 'অতিশীঘ্র' সময়টি আর হয়ে ওঠেনি। অতঃপর '৯৬-এর জুলাইতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেই ঘোষণা দিলো, 'বিগত সরকারগুলো স্বৈরাচারী মনোভাব নিয়ে দেশ পরিচালনা করেছে। এসব আমলে উল্লেখযোগ্য সঠিক কোনো পদক্ষেপই নেওয়া হয়নি। কিন্তু বর্তমান সরকারের আমলে তা হবে না। সার্বিক ক্ষেত্রে দেশ ও জনগণের স্বার্থ রক্ষার কথা বিবেচনায় রেখেই সকল প্রকার পদক্ষেপ নেওয়া হবে।' এ পরিপ্রেক্ষিতেই বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী সাদেক সাহেব ঘোষণা দিলেন, যথাশিগ্গিরই দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যাপক সংস্কার এনে একে যুগোপযোগী করে তোলা হবে।

এরপর বেশ কিছুদিন দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের মিটিং, সেমিনার, গোলটেবিল বৈঠক ইত্যাদি হয়েছে। এতো তোড়জোড় দেখে তখন ভেবেছিলাম, ৩-৪ বছরের মধ্যেই শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা সম্ভব হবে। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারের ৩ বছরপূর্তি হলেও, এখন পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়নি।

প্রকৃতপক্ষে, এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার প্রায় পুরোটাই ত্রুটিপূর্ণ। জরুরি ভিত্তিতে এর সংস্কার হওয়া প্রয়োজন। তাই এ ব্যাপারে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী তথা দেশের সকল গুণীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আব্দুল আউয়াল মামুন
কোর্ট রোড, কুমিল্লা।